সাফল্য কথা

নির্যাতন থেকে শিশুদের সুরক্ষা (সিপিভি) প্রকল্প, মমতা।

সাফল্য কথা

মমতা
MAMATA
সেবাই শক্তি
Since 1983

মমতা প্রকাশনা

প্রকাশকাল : জানুয়ারী ২০২২

প্রকাশনায়: নির্যাতন থেকে শিশুদের সুরক্ষা (সিপিভি) প্রকল্প, মমতা।

অর্জন ও ভবিষ্যৎ প্রেক্ষিত

ভুমিকা

"মৌলিক মানবাধিকার সমুন্নত রেখে স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা সমস্যা মুক্ত, দারিদ্র্য বিমোচিত বাংলাদেশ" এই স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মমতা ১৯৮৩ সাল থেকে নিরলসভাবে সমাজের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর কল্যানে নিবেদিত হয়ে তার সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে।

মমতা তার অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে গৃহীত প্রকল্প ও কর্মসূচির মধ্যে নারী ও শিশুদের অধিকার সুরক্ষায় বিশেষ গুরুত্বারোপ করে থাকে। এই প্রেক্ষাপটে মমতা চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার ১৩, ২৪,২৫, এবং ৩৭ নং ওয়ার্ডের ১৮টি বস্তি ও ১৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেভ দ্য চিলড্রেন ইন্টারন্যাশনাল ইন বাংলাদেশ এর সহায়তায় ২০১৩-২০২১ মেয়াদে "নির্যাতন থেকে শিশুদের সুরক্ষা (সিপিভি)" প্রকল্প বাস্তবায়ন করে।

মমতা বিশ্বাস করে, আজকের শিশুরাই আগামী দিনের কর্ণধার। তাই প্রতিটি শিশুকেই নির্যাতনমুক্ত ও আনন্দঘন সুষম পরিবেশে বেড়ে উঠার সুযোগ করে দেওয়া আমাদের সকলেরই দায়িত্ব। প্রকল্প এলাকায় অভিভাবক, শিক্ষক ও সমাজকর্মী সহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষ শিশুদের সুস্থ ও সৃজনশীল বিকাশের জন্য একটি সুন্দর পরিবেশ প্রদানের ক্ষেত্রে সচেতন ও আন্তরিকভাবে এগিয়ে আসে। প্রকল্প বাস্তবায়নে বস্তুনিষ্ট অবদানের জন্য সহযোগী সংস্থা, সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা/ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিবর্গ; স্কুল পরিচালনা কমিটি ও সমাজভিত্তিক শিশু সুরক্ষা কমিটির নিকট মমতা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে।

এই প্রসঙ্গে নির্যাতন থেকে শিশুদের সুরক্ষা প্রকল্পের অর্জন ও ভবিষ্যত প্রেক্ষিত এই পর্যালোচনামূলক পুস্তিকাটি প্রকল্পের আওতায় অর্জিত সাফল্যকে অব্যহত রাখতে সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলবে বলে আমরা দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

আলহাজ্ব রফিক আহামদ
প্রধান নির্বাহী,মমতা।

প্রকাশনা প্রসঙ্গে

নির্যাতন হতে শিশুদের সুরক্ষা (সিপিভি) প্রকল্প ২০১৩-২০২১ মেয়াদে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার ৪টি ওয়ার্ডে বাস্তবায়ন করা হয়। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে শিশুদেরকে শারীরিক ও অবমাননাকর / মানসিক শাস্তির পরিবর্তে তাদের ভবিষ্যত বিনির্মানের লক্ষ্যে তাদেরকে ভালোবাসা দিয়ে লালন পালন করা যায় সেই বার্তা পৌছাতে এই প্রকল্প সক্ষম হয়েছে মর্মে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করা যায়। এই প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়ন করায় আমি উক্ত প্রকল্পের কর্মকর্তা-কর্মীবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট সকল স্টেক হোল্ডারদের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

'সাফল্য কথা' শিরোনামে নির্যাতন থেকে শিশুদের সুরক্ষা প্রকল্পের অর্জন ও ভবিষ্যত প্রেক্ষিত এই পুস্তিকাটি প্রকাশনার মাধ্যমে এই প্রকল্পের ভবিষ্যত পথ পরিক্রমায় স্বপ্ন লক্ষ্য পূরণের একটি উদ্যোগ হিসেবে বিবেচিত হবে। এই কাজে সম্পৃক্ত সকলকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি।

মো. ফারুক
উপ-প্রধান নির্বাহী
মমতা।

অভিমত

'সাফল্য কথা' নির্যাতন থেকে শিশুদের সুরক্ষা প্রকল্পের একটি তথ্য সমৃদ্ধ প্রকাশনা যাতে এই প্রকল্পের অর্জন ও ভবিষ্যৎ প্রেক্ষিত বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

মমতা জনস্বাস্থ্য বিশেষ করে মা ও শিশু বিষয়ক সেবা সুনিশ্চিত করন; দ্রারিদ্রতা বিমোচন, কর্মসংস্থান এবং মানবাধিকার বিশেষত: নারী ও শিশু অধিকার সমুন্নত রাখতে বিভিন্ন কর্মসূচী ও প্রকল্প বাস্তবায়ন করে চলেছে সেই সাথে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্র (এসডিজি) এর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ভূমিকা পালন করছে।

মমতা শিশু অধিকার সুরক্ষিতকরণ এবং জীবন দক্ষতা উন্নয়ন কর্মকান্ডের আওতায় Save the Children International এর আর্থিক সহায়তায় 'নির্যাতন থেকে শিশুদের সুরক্ষা' প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়ন করে প্রকল্প এলাকায় শিশুদের নিরাপদ ও আনন্দময় জীবনযাপনে প্রকল্পের অবদান 'সাফল্য কথা' প্রকাশনায় সুন্দরভাবে বিধৃত হয়েছে। আমি প্রকল্পের দাতা সংস্থা Save the Children International সহ প্রকল্পে কর্মরত সকল সহকর্মীদের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

মোহাম্মদ শাহারিয়ার
সহকারী প্রধান নির্বাহী
মমতা।

অভিমত

মমতা সেই ১৯৮৩ সন হতে মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও পর্যায়ক্রমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে, নারী ও শিশু অধিকার রক্ষায়, উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও মানুষের মৌলিক মানবাধিকার রক্ষায় সরকারের সম্পুরক শক্তি হিসেবে কাজ করে আসছে। মমতা সবসময় তার কর্মপরিকল্পনায় সমাজের সুবিধাবঞ্চিতদের উন্নয়নে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে।

মমতা তার কর্মপ্রচেষ্ঠায় অন্যান্য প্রকল্প, কর্মসূচির মধ্যে বিশেষভাবে নারী ও শিশুদের অধিকার সুরক্ষায় গুরুত্বারোপ করে থাকে। তারই ধারাবাহিকতায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এর ৪টি ওয়ার্ডে 'নির্যাতন হতে শিশুদের সুরক্ষা প্রকল্প' বাস্তবায়ন করে মমতা।

মমতা এই প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রাপ্তি, উন্নয়ন ও প্রত্যাশা যথাযথভাবে পূরণ করতে পেরেছে বলে আমরা বিশ্বাস করি। আমাদের এই 'সাফল্যকথা' প্রকাশনার মাধ্যমে সেটির যথাযথ প্রতিফলন ও মাঠ পর্যায়ে এই প্রকল্পটির গ্রহনযোগ্যতা বা উপকারীতা কতটুকু সাধিত হয়েছে তা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

আমি আশা করি এই 'সাফল্যকথা' পুস্তিকাটি তার ইপ্সিত লক্ষ্য পূরণে সফল হবে।

তৌহিদ আহমেদ
পরিচালক (আইসিটি, প্রোগ্রাম এন্ড প্রজেক্ট)
মমতা।

নির্যাতন থেকে শিশুদের সুরক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা মমতা ১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম, আর্থ সামাজিক উন্নয়ন, শিশু শিক্ষা ও শিশু অধিকার, নারীর ক্ষমতায়ন এবং নারী শ্রমিকদের অধিকার সহ মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মমতা তার যাত্রা শুরু করে। মমতার দর্শন হচ্ছে মৌলিক মানবাধিকার সমুন্নত রেখে স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা সমস্যা মুক্ত দারিদ্র বিমোচিত বাংলাদেশ। মমতার ইপ্সিত লক্ষ্য হচ্ছে উন্নয়নের পথে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা সুদৃঢ় করনের জন্য মমতা দক্ষ কর্মী বাহিনীর মাধ্যমে সেবার মান বৃদ্ধি এবং উন্নয়ন মূলক কাজে আপামর জনসাধারণের সহযোগীতার মাত্রা ও স্বনির্ভরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে যাওয়া। মমতা মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবায় ব্যতিক্রমধর্মী অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৪ বার 'শ্রেষ্ঠ সংগঠন' হিসেবে জাতীয় জনসংখ্যা পুরষ্কারে ভূষিত হয়েছে এবং ২০১৭ সালে আন্তর্জাতিক CITI Foundation কর্তৃক শ্রেষ্ঠ ক্ষুদ্রঋণ সংস্থা হিসেবে পুরষ্কৃত হয়েছে।

প্রকল্পের প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শিশুদের প্রতি শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন ও শিশু অধিকার লঙ্ঘন করা খুবই সাধারণ ঘটনা। চট্টগ্রাম মহানগরী এলাকায় শিশু অধিকার সমুন্নত রাখা এবং সুরক্ষায় সেভ দ্য চিলড্রেন অস্ট্রেলিয়ার সহযোগীতায় মমতা ২০০৪ সাল থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত Child Access to Rights through Development (CARD) প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। ২০১৩ সাল থেকে মমতা আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা সেভ দ্য চিলড্রেন ইন্টারন্যাশনাল ইন বাংলাদেশ এর সহায়তায় শিশুদের প্রতি শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন বন্ধে 'নির্যাতন থেকে শিশুদের সুরক্ষা প্রকল্প' বাস্তবায়ন করে আসছে।

CARD- Child access to rights through Development

উক্ত প্রকল্পের আলোকে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তির ঝুঁকি সম্পর্কে ধারণা

প্রকল্পের নিরীখে প্রকল্প এলাকায় চট্টগ্রাম শহরের বস্তি সমূহে শিশুদের শারীরিক ও অবমাননাকর শাস্তি পরিস্থিতি মূল্যায়নের জন্য ২০১৭ সালে সেভ দ্য চিলড্রেন বাংলাদেশের সহায়তায় গবেষনা সংস্থা ARCED Foundation কর্তৃক একটি জরিপ পরিচালনা করা হয়। সেখানে দেখা যায়, অধিকাংশ অভিভাবক ও শিশুর যত্নদানকারীরা মনে করেন শিশু যখন ভুল করবে তখন তাদেরকে শাস্তি দেওয়া উচিত। তাদের মধ্যে ৫২% পিতা, ৫৪% মাতা এবং ৫১% কেয়ারগিভার বা শিশুর যত্নদানকারীরা এমন ধারনা পোষন করেন বলে জরিপে উঠে আসে। তাদের মধ্যে শুধু অল্প সংখ্যাক অভিভাবকরা মনে করেন শিশুদের শাস্তি দেওয়া উচিত নয়। উক্ত জরিপে দেখা গেছে যে, ৫৮% বাবা মা তাদের সন্তানদের সপ্তাহে বা দিনে একবার শাস্তি দেয় এবং শারীরিক শাস্তির সময় তারা তাদের বাচ্চাদের শরীরে বিভিন্ন ধরনের আঘাত করে। এর হার মেয়েদের ক্ষেত্রে ৩৬% এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে এর মাত্রা ৫৬%। মোটের উপর ৫৬% অভিভাবক বা কেয়ার গিভাররা মতামত প্রদান করেন তাদের নিজেদের সন্তানদের জীবনচক্রে কমপক্ষে ১ বার হলে শারিরীক শাস্তি প্রদান করেছেন। যেখানে ৪১% শিশু শারিরীকভাবে শাস্তি প্রাপ্তির বিষয়টি স্বীকার করেছে। শিশুদেরকে শারিরীকভাবে শাস্তির বিষয়টি সমাজে খুবই প্রচলিত এবং সাধারণ ব্যাপার হিসেবে গন্য করা হয়। সেক্ষেত্রে মেয়ে শিশুদের তুলনায় ছেলে শিশুদেরকে অপেক্ষাকৃত বেশি শারিরীকভাবে শাস্তি প্রদান করা হয়ে থাকে। জরিপে বেশিরভাগ অংশগ্রহণকারীরা এটা সক্রিয়ভাবে বিশ্বাস করেন শিশুদেরকে এসব শাস্তি দেওয়া হয় বিভিন্ন কারণে, তারমধ্যে ন্যুনতম খারাপ ব্যবহারের জন্য এবং সর্বোচ্চ মাদক বা এলকোহল গ্রহণের জন্য। বেশিরভাগ অভিভাবকরা মনে করেন শিশুদের মধ্যে অপরিনত বয়সে 'প্রেমে পড়া' বিষয়ে অবশ্যই তাদেরকে শাস্তি দেওয়া দরকার। ৯২% অভিভাবকরা মনে করেন শিশুদের কোন ভুল বা খারাপ কাজের জন্য 'তিরস্কার করা' গ্রহণযোগ্য শাস্তির মাধ্যম। ৩০% মনে করেন শিশুদের ধমক দেওয়া, ১৯% মনে করেন শিশুদের অপমান করা একটি সাধারন ব্যাপার। এটা থেকে বোঝা যায়, বেশিরভাগ অভিভাবক ও শিশুর যত্নদানকারীরা শিশুদের মানসিক শাস্তির বিষয়টিকে আমলে নেন না। বস্তি সমূহে শিশুদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করার নামে বাবা মা এবং যত্নশীলদের দ্বারা নির্মমভাবে মারধর বা নির্যাতন করা হয় । (তথ্যসূত্রঃ Baseline Report of 'stop tolerance violence against children-STVAC')

• ARCED- Aureolin Research, Consultancy and Expertise Development Foundation

‘নির্যাতন থেকে শিশুদের সুরক্ষা’ প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

২০১৩ থেকে সেভ দ্য চিলড্রেন এর সহযোগিতায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার ১১ টি ওয়ার্ডে নির্যাতন থেকে শিশুদের সুরক্ষা প্রকল্প ৫০ টি বস্তি ও ৩৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ৩০ টি কর্মক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করে আসছিল। ২০১৬ সালে প্রকল্পটির ২য় পর্বের কার্যক্রম সিটি কর্পোরেশনের ৪ টি ওয়ার্ডের ১৮ টি বস্তি ও ১৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাস্তবায়ন শুরু করে।

কমিউনিটি পর্যায়ে প্রকল্পের বাস্তবায়িত কার্যক্রমের বিবরণ

শিশু কেন্দ্র

মমতা ২০১৫ সাল থেকে কর্ম এলাকায় ৪ টি শিশুকেন্দ্র পরিচালনা করছে। এই কেন্দ্র গুলো কমিউনিটি পর্যায়ে শিশু ও কিশোরদের জন্য নিরাপদ আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছে। শিশুরা বিনোদনমূলক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, শারীরিক, মানসিক এবং যৌন নির্যাতন বিষয়ে সুরক্ষা এবং পরিবেশ ও জলবায়ু সংক্রান্ত বিষয়ে সচেতনতামূলক শিক্ষা পাচ্ছে। বেশিরভাগ শিশু তাদের সেশন শেষ করার পরে তাদের বাবা-মা কাজ থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত শিশুকেন্দ্রে থাকার কারণে বাচ্চাদের জন্য এটি একটি নিরাপদ আশ্রয় (যেমন ডে কেয়ার) হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। একই কেন্দ্রে বৈকালিক সেশনে বয়ঃসন্ধিকালের কিশোর এবং কিশোরীগণ যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত শিক্ষা পাচ্ছে এবং বিনোদনমূলক কার্যকলাপ, শারীরিক, মানসিক এবং যৌন নির্যাতন হ্রাসকল্পে জীবন দক্ষতা প্রশিক্ষণ এবং শিশু অধিকার-এর সচেতনতামূলক সেশনের মাধ্যমে তাদের মানসিক বিকাশ ঘটছে। শিশুকেন্দ্রের সেবা প্রাপ্ত প্রতিটি শিশুর জন্য কেস ম্যানেজমেন্ট ইনটেক ফর্ম পূরণ করা হয়। ইনটেক ফর্মে প্রদত্ত তথ্য আমাদের কে শিশুর ঝুঁকি নির্ধারণ করতে সাহায্য করে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে চিকিৎসা সহায়তা, সুরক্ষা বা আইনী সহায়তা, বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে শিশুর সঠিক বয়স নির্ণয়ে জন্ম নিবন্ধন সংগ্রহ সংক্রান্ত সেবা প্রদান করা হয়। শিশুকেন্দ্রের মোট ৬২৩ জন শিশুকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়েছে যার মধ্যে ৩০৩ জন ছেলে শিশু এবং ৩২০ জন মেয়ে শিশু।

মতামত ও পরামর্শ বক্স

মমতা ৪ টি শিশুকেন্দ্রে মতামত ও পরামর্শ বক্স স্থাপন করছে যা মাধ্যমে শিশু এবং অভিভাবক গণ তাদের শিশু সুরক্ষার জন্য উদ্বেগজনক ইস্যু সম্পর্কে রিপোর্ট করতে পারে। এই উদ্ভাবনী উদ্যোগটি শিশু সুরক্ষার জন ঝুঁকিস্বরূপ ঘটনা গুলোর প্রতিবেদনের সংখ্যা বাড়িয়েছে। মতামত ও পরামর্শ বক্সটি জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ কমিটির (AEC) সামনে খোলা হয় যাতে সমস্যাটি তাৎক্ষণিকভাবে সমাধান করা যায়। প্রয়োজনে সমাজ ভিত্তিক শিশু সুরক্ষা কমিটি, ওয়ার্ড কাউন্সিলর, পুলিশ প্রশাসন বা অন্যান্য সংশিষ্ট সরকারি সংস্থার সহায়তা নেওয়া হয়। সমস্যাটির সমাধান না হওয়া পর্যন্ত মমতার কর্মীরা ফলো-আপ করে থাকেন।

কমিউনিটি ভিত্তিক শিশু সুরক্ষা কমিটি (CBCPC)

বাংলাদেশ শিশু আইন ২০১৩ এর আলোকে কর্ম-এলাকার প্রতিটি ওয়ার্ডে মহিলা কাউন্সিলরকে সভাপতি রেখে এবং ওয়ার্ড কাউন্সিলর কে পদাধিকার বলে উপদেষ্টা মনোনিত করে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে ২০১৪ সালে ১১ টি সমাজ ভিত্তিক শিশু সুরক্ষা কমিটি (সিবিসিপিসি) গঠন করা হয়। ২০১৬ সাল থেকে কর্মএলাকা সংকুচিত হওয়া যায়। ৪ টি ওয়ার্ডে সিবিসিপিসি কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সমাজভিত্তিক শিশু সুরক্ষা কমিটি পরিচালনা ও দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে তাদেরকে শিশু সুরক্ষায় কাজ করা ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ভিকটিমদের যথাস্থানে রেফার করতে আগ্রহী করে তোলা হয়েছে। কাউন্সিলরবৃন্দ এবং অন্যান্য স্টেক হোল্ডারদের সক্রিয় সহযোগীতায় শিশুদের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, যৌন নির্যাতন, ভূয়া জন্ম নিবন্ধন সনদ এবং বাল্য বিবাহ বন্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সমাজ ভিত্তিক শিশু সুরক্ষা কমিটি প্রসংশনীয় ভূমিকা পালন করে আসছে।

- **AEC- Accountabilitz Ensure Committee**
- **CBCPC- Communitz Based child protection committee.**

অভিভাবক ও পিতামাতাদের সচেতনতামুলক সেশনঃ

এই কর্মসূচী বস্তি এলাকায় পিতা মাতা ও অভিভাবকদের শিশু সুরক্ষা, শিশু অধিকার এবং শিশু লালন পালনে ইতিবাচক নিয়মানুবর্তিতা সম্পর্কিত সচেতনমূলক সেশনের মাধ্যমে তাদের আচরণে এবং চর্চায় পরিবর্তন আনতে পেরেছে। কর্ম এলাকায় শিশুদের প্রতি শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন এখন উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে।

পিতামাতা এবং কিশোর কিশোরিদের প্রশিক্ষণ প্রদান

শিশুদের প্রতি নির্যাতন বন্ধ করতে মমতা পরিবার এবং স্কুলে পিতা মাতা এবং অভিভাবক দের শাস্তিমুক্ত শিশু লালন পালনে উৎসাহ প্রদান এবং প্যারেন্টিং এ দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে দৈনন্দিন শিশু লালন পালনে ইতিবাচক নিয়মানুবর্তিতা প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পিতামাতাগণ শিশু অধিকার, বয়সভেদে শিশুদের আচরণ এবং শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ সম্পর্কে জানতে পারে যা পিতামাতাদের কে শিশু লালন পালনের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা করতে

সাহায্য করে এবং তাদের মধ্যে দন্দ্ব কমিয়ে পিতা মাতা এবং শিশুদের একটি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের সৃষ্টি করে। এই প্রশিক্ষণটির মাধ্যমে পিতামাতা ও যত্নদানকারীগণ অনুধাবন করতে পারে যে, শিশুদের অনুভূতিগুলোকে সম্মান প্রদর্শন করার মাধ্যমে সমস্যা সমাধান সম্ভব। ২০১৬ সাল থেকে এই পর্যন্ত মমতা ২৮৪ জন পিতামাতা ও যত্নদানকারীকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। এছাড়াও ১০০ জন কিশোর কিশোরি কে জীবন দক্ষতা প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

স্কুল পর্যায়ে প্রকল্পের বাস্তবায়িত কার্যক্রমের বিবরণ

ইতিবাচক শৃঙ্খলা প্রশিক্ষণ ঃ

৪০০ জন অভিভাবককে ইতিবাচক শৃঙ্খলা বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। পুরুষ ১৫৭ জন এবং মহিলা ২৪৩ জন।

১৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক ও মানসিক শাস্তি নিরসনে শিক্ষক ও স্কুল পরিচালনা কমিটির সাথে এডভোকেসী সভা ঃ

শিক্ষক এবং স্কুল পরিচালনা কমিটির সাথে শারীরিক ও মানসিক শাস্তি বন্ধে সরকারি নির্দেশনা সুষ্ঠু বাস্তবায়নের বিষয়ে এডভোকেসি সভা করা হয়েছে। শাস্তি ও নির্যাতনমুক্ত বিদ্যালয়ের মানদন্ড তৈরিতে শিক্ষকবৃন্দ ও স্কুল পরিচালনা কমিটিকে নিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৫ টি কর্মশালা করা হয়েছে, কর্মশালায় দলীয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষকগণ শাস্তি ও নির্যাতনমুক্ত বিদ্যালয়ের খসড়া মানদন্ড তৈরি করেন । কর্মশালায় সর্বমোট ১০৩ জন শিক্ষক অংশগ্রহন করেন যেখানে ৪৫ জন মহিলা এবং ৫৭ জন পুরুষ ছিলেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক ও স্কুল পরিচালনা কমিটির সমন্বয়ে

শাস্তি ও নির্যাতনমুক্ত বিদ্যালয়ের মানদন্ড বিষয়ে ১২ টি ওরিয়েন্টেশন এর আয়োজন করা হয়েছে। সর্বমোট ১৩৩ জন শিক্ষক অংশগ্রহন করেন যেখানে ৫৬ জন মহিলা এবং ৭৭ জন পুরুষ ছিলেন।

কর্ম এলাকার ১৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১৫ টি স্টুডেন্ট গ্রুপ তৈরি করা হয়েছে। যেখানে ছাত্র ছাত্রীরা শিশু অধিকার, শিশু নির্যাতন এবং নিজেদের সুরক্ষা

১৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২৫ জন ছাত্র ছাত্রীদের সমন্বয়ে গঠিত স্টুডেন্ট গ্রুপ

সম্পর্কে দক্ষতা অর্জন করেছে। যে কোন সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় হট লাইনে নম্বরে কল দিয়ে সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে মনিটরিং ও রিপোর্টিং এর দক্ষতা অর্জন করেছে। যার ফলে তারা নিজেদের সুরক্ষার পাশাপাশি আশে পাশের শিশু অধিকার সংক্রান্ত ঘটনা সমূহ মনিটরিং করতে পারে। ১৫ টি স্টুডেন্ট গ্রুপের সমন্বয়ে গ্রুপ লিডার দের কে নিয়ে ফোরাম গঠিত হয়েছে। যেখানে তারা নিজেদের ইস্যুগুলো উপস্থাপনের মাধ্যমে দলগত ভাবে সমস্যা সমাধান করতে পারে।

প্রকল্প মেয়াদ শেষে অর্জন সমূহ

সিটি কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রনাধীণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমুহের প্রতিনিধিদেরকে একটি অফিস অর্ডার জারি

মমতার এডভোকেসীর ফলে প্রাথমিক ও গনশিক্ষা মন্ত্রনালয়ের থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রকল্পের কাজ সম্প্রসারনের জন্য অনুমতি প্রদান সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়

১১টি ওয়ার্ডে শিশু সুরক্ষা বিষয়ে স্টেকহোল্ডার সভা ও আইন প্রয়োগকারী সদস্যদের সাথে সমন্বয় সভার আয়োজন

কর্মএলাকায় শারিরীক ও অবমাননাকর শাস্তি ক্ষতিকর দিক বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সচেতনতামূলক নাটক প্রদর্শন, পাপেট শোর আয়োজন

শিশুদের অংশগ্রহনে শিশু অধিকার লংঘন এবং বাল্যবিবাহ ও শিশু নির্যাতনরোধে বাংলাদেশ পুলিশ এর মাননীয় উপ-মহাপরিদর্শক এর সাথে সংলাপ অধিবেশন আয়োজন।

শিশু সুরক্ষা কমিটির সাথে এক হয়ে বাল্যবিবাহ, যৌন নির্যাতন, শারীরিক নির্যাতনের ঘটনা সমুহের সমাধান করা হয়েছে এবং আইনী সহায়তা দেওয়া হয়েছে

শিশুদের সাথে শিশুদের অধিকার সপ্তাহ উদযাপন

শিশুদের অংশগ্রহণে শিশু অধিকার আদায়ে মাননীয় জেলা প্রশাসক মহোদয়ের সাথে শিক্ষার্থীদের ডায়ালগ সেশন আয়োজন

কমিউনিটিতে ২৮৪ জন পিতামাতা কে পিডিইপি, ৪০০ জন পিতামাতা ও শিক্ষককে পিডি, ৮০ জন পিতাকে ফাদারহুড এবং ১০০ জন কিশোর-কিশোরীদের জীবন দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষন দেওয়া হয়েছে।

ভবিষ্যৎ প্রেক্ষিত

কোভিড-১৯ মহামারী ও অন্যান্য বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা কর্তৃক প্রাধিকার প্রাপ্ত অঞ্চল/ক্ষেত্র পরিবর্তনের ফলে 'নির্যাতন থেকে শিশুদের সুরক্ষা' প্রকল্পটির অর্থায়ন ২০২১ সালের ডিসেম্বর মাসের পরে দাতা সংস্থাটি চলমান রাখতে পারছেনা।

৬০ লক্ষ জনসংখ্যা অধ্যুষিত চট্টগ্রাম মহানগরীর বিশেষত বস্তি এলাকায় এবং শ্রমজীবী ও কর্মজীবী কলোনী সমূহে শিশুদের শারীরিক ও অবমাননাকর শাস্তি এবং শিশু নির্যাতন পরিস্থিতি এখনো যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ। প্রায় প্রতি দিনই প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শিশু নির্যাতনের ঘটনা প্রকাশিত/প্রচারিত হচ্ছে। সংশিষ্ট সরকারী ও আধাসরকারী সংস্থা সমূহ এ বিষয়ে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন অব্যাহত রেখেছে। তবে বৃহত্তর পরিসরে শিশু অধিকার সুরক্ষা সম্পর্কে ব্যপক সামাজিক সচেতনতা ও প্রতিরোধ মূলক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য মমতা পরিচালিত শিশু সুরক্ষা প্রকল্পের আদলে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এক্ষেত্রে চট্টগ্রাম চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, ওয়ার্ড কাউন্সিলর সহ সর্ব স্তরের জন প্রতিনিধি, স্কুল পরিচালনা কমিটি, মসজিদের ইমাম ও অন্যান্য ধর্মীয় নেতা, সমাজনেতা ও বুদ্ধিজীবী এবং বিভিন্ন পেশা ও কর্মজীবীদের প্রতিনিধিদের সার্বিক অংশগ্রহণেবং ব্যাপক ভূমিকা পালন আবশ্যক। এই প্রেক্ষাপটে মমতা সংশিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলরবৃন্দ, স্কুল পরিচালনা কমিটি, শিক্ষক, সমাজ ভিত্তিক শিশু সুরক্ষা কমিটি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমূহের সক্রিয় সহযোগীতায় সীমিত সামর্থ্য এই প্রকল্পের আলোকে নিয়ে ৪ টি শিশুকেন্দ্র, শিশু সুরক্ষা কমিটি এবং স্কুল সেটিংস এর কার্যক্রম চলমান রাখার পরিকল্পনা গ্রহন করেছে। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এর মাননীয় মেয়র, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, প্যানেল মেয়র এবং সংশিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলর সহ শিক্ষক প্রতিনিধি ও পেশাজীবী এবং সুশীল সমাজ ও সমাজের সকল স্তরের জনগণের অংশগ্রহণ ও সহযোগীতায় শিশুদের সুরক্ষা কার্যক্রম চলমান থাকবে এবং আগামী দিনের শিশুরা একটি নিরাপদ ও সুরক্ষিত পরিবেশে বেড়ে উঠবে।

“প্রতিটি শিশুই বেড়ে উঠুক নির্যাতন মুক্ত পরিবেশে ও আনন্দময় শৈশবে”

প্রধান কার্যালয়, বাড়ি# ১৩, রোড# ১ লেন# ১, ব্লক - এল, হালিশহর হাউজিং এস্টেট, চট্টগ্রাম।
web: www.mamatabd.org , E-mail: hq@mamatabd.com
ফোন: ০৩১-৭২৭২৯৫, +৮৮০২৩৩৩৩২৬৫৬৬